তারিখ ১৭/০৭/২০০৬ কলাম ৩
পৃষ্ঠা ৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

77

# ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসীরা আশ্রয় নিচ্ছে

রাজধানীর পূর্বাঞ্চলে অপরাধ দমনের জন্য কিছুদিন পরপরই পুলিশ ব্লক রেইড করছে বলে এর আগে দৈনিক জনকণ্ঠে খবর প্রকাশিত হয়েছে। খুন, ডাকাতি মামলার আসামীসহ শতাধিক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এদের কাছে পাওয়া গেছে অস্ত্র ও মাদক। পুলিশ কর্মকর্তাদের মতে, সন্ত্রাসীরা যাতে কোন জায়গায় সংঘবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাস না করতে পারে এজন্য ব্লক রেইড খুবই কার্যকর। এলাকাবাসীরাও জানিয়েছেন যে, এই ব্যবস্থা খুব কাজে আসছে।

গত শুক্রবারও দৈনিক জনকণ্ঠে ব্লক রেইড সম্পর্কে খবর প্রকাশিত হয়েছে। তবে এ খবরে ব্লক রেইডের একটি নেতিবাচক দিক তুলে ধরা হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, পুলিশের ব্লক রেইডের ভিন্ন প্রভাব পড়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। সাঁড়াশি অভিযানের কারণে অপরাধীরা আশ্রয়স্থলের খোঁজে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারা নিরাপদ স্থান হিসাবে বেছে নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে। আর এসব কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অপরাধ বাড়ছে বলে ওয়াকিফহাল সূত্র জানিয়েছে। খবরে আরও বলা হয়েছে, চলতি সপ্তাহের শেষ চারদিনে ক্যাম্পাসের এসএম হলের সম্মুখস্থ ফুলার রোডে দু'টি ঘটনায় পেশাদার ছিনতাইকারীরা প্রায় পাঁচ লাখ টাকা ছিনতাই করেছে এবং গুলি করে মারাত্মক আহত করেছে এক ব্যবসায়ীকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য একে আজাদ চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেছেন, পুরো বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জানানো হয়েছে এবং তারা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাসও দিয়েছে।

ব্লক রেইডের সুফল সম্পর্কে এর আগে ভাল খবর পেয়ে স্বস্তি বোধ করলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকায় ব্লক রেইডের ব্যাপারে ভিন্ন ধরনের খবর পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আমরা উদ্বিগ্ন। এক যাত্রায় পৃথক ফল বলে একটি কথা প্রচলিত আছে। ব্লক রেইডের ক্ষেত্রেও তেমন অবস্থাই দেখা যাচ্ছে। কোন জায়গায় এ ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে সুফল পাওয়া যাচ্ছে, আবার কোন জায়গায় একই ব্যবস্থায় ভিন্ন ফল পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস যদি অপরাধীদের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে তাহলে তা খুবই আশঙ্কাজনক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস দীর্ঘদিন থেকেই বিভিন্ন ধরনের অপরাধীদের প্রায় অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছে। অন্তত বিভিন্ন সময় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর পড়ে তেমন ধারণাই সৃষ্টি হয়। এজন্য অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর ঢালাওভাবে দোষারোপ করা যাবে না। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রই কোন প্রকার সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বা অন্যান্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত নয়। তারা বরং প্রায়ই হচ্ছে সন্ত্রাসের শিকার। তবে হাতেগোনা কিছু ছাত্র রাজনৈতিক কারণে বিপথগামী হয়ে পড়ে এবং নানারকম অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যারা মূলত সন্ত্রাস ও অন্যান্য অপরাধ করে থাকে তাদের অধিকাংশই বহিরাগত এবং তারা অছাত্র। রাজনৈতিক কারণেই এই বহিরাগত অছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আশ্রয় পায়। এমনকি তারা সদলবলে অস্ত্রসহ বিভিন্ন হলেও থাকে এবং সুযোগ পেলেই অপরাধ করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অধ্যাপকবৃন্দ, সাধারণ ছাত্র এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ ও সরকার— সবাই এ কথা জানে। কখনও কখনও এর সত্যতাও স্বীকার করা হয়। আলোচ্য খবরেও উপাচার্যের স্বীকৃতির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু স্বীকার করলে এবং ঘটনা সম্পর্কে জানা থাকলেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? তা হবে না। হতে পারে না। এজন্য যথযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আমরা বলব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাস ও অন্যান্য অপরাধ থেকে মুক্ত করা সংশ্লিষ্টদের আশু কর্তব্য। এ ব্যাপারে ঢিলেমি বা উদাসীনতা কাম্য নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে সত্য, কিন্তু এই আশ্বাস অনুযায়ী তারা কাজ না করলে আশ্বাস শুধু কথার কথা হয়ে থাকবে। ব্লক রেইডের জন্য যেসব অপরাধী মরিয়া হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আশ্রয় নিচ্ছে তাদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে পুলিশের হেফাজতে নেয়া উচিত। নয়ত ব্লক রেইড করে কোনদিনই সুফল পাওয়া যাবে না।